**জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১২**

**উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ঢাকা, সোমবার, ২৬ পৌষ ১৪১৮, ০৯ জানুয়ারি ২০১২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ,

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ,

ছোট্ট সোনামণিরা

এবং

সুধিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

এবারের জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের মূল প্রতিপাদ্য ‘‘জাতির জন্য অহংকার, একশত ভাগ শিক্ষার হার।'' এ শ্লোগানকে ধারণ করে আয়োজিত ‘জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১২'-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

আমরা সবাই জানি একটি উন্নত, সুখী, সমৃদ্ধ দেশ গড়তে সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি সুশিক্ষিত জাতি। শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন অঙ্গীকার বাসত্মবায়নের মাধ্যমে একটি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর জাতি গঠনের প্রত্যয়ে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা এর সোপান। প্রতিটি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের প্রথম পর্যায়ই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। দেশের প্রতিটি শিশুর জন্য শিক্ষা সুনিশ্চিত করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব।

            জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে সাংবিধানিক বাধ্যতার আওতায় আনেন। তিনি সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের চাকুরী জাতীয়করণ করেন।

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনায় বছরের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে নতুন ৯ কোটি ৯ লক্ষ ৮৯ হাজার ২ শত ছিয়ানববইটি বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হয়েছে। ইংরেজী মাধ্যমের ২ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫ শত বই দেয়া হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, একীভূত শিক্ষা, জেন্ডার সমতা, দারিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, উপবৃত্তি প্রকল্প সম্প্রসারণ, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ পদ্ধতি ও  ডিজিটালাইজড ই-বুক প্রবর্তন করা হয়েছে।

এ সকল কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য সাফল্যের সাথে অব্যাহতভাবে সম্পন্ন করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

একটি সমন্বিত ও যুগোপযোগী শিক্ষানীতি ইতোমধ্যেই জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। এর সফল বাস্তবায়ন এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। আমরা চাই আমাদের আগামী প্রজন্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। নতুন প্রজন্মকে এ লক্ষ্যে সঠিক ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা অপরিহার্য। এজন্য ইতোমধ্যে ২০১১ সালে বিদ্যালয় গমনোপযোগী প্রায় শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা হয়েছে।  তাদেরকে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানসহ আগামী ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করায় আমরা শতভাগ আশাবাদী।

সমবেত সুধি,

আমাদের সরকার ক্ষমতায় এসে বিগত ৩ বছরে বিদ্যালয় গমনোপযোগী ৯৯ দশমিক চার সাত ভাগ শিশুকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় এনেছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে গতিশীল করতে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতি শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে শিক্ষকের অনুপাত কমিয়ে আনতে পঁয়তাল্লিশ হাজার শিক্ষকের অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। নতুন ও বিভিন্ন ক্যাটাগরির শূন্যপদে মোট ষাট হাজার নয়শ তেতাল্লিশ জন শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বাকী পদগুলো পূরণের লক্ষ্যে প্রক্রিয়া চলছে।

সম্মানিত সুধি,

বর্তমান সরকার নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করছে। নারীদের স্বাক্ষর ও কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাও এ কাজে পরিপূরক ভূমিকা পালন করছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের কোটা নির্ধারিত রয়েছে, যা মেয়েদের শিক্ষা লাভে উৎসাহিত করে আসছে।

বিদ্যালয় পর্যায়ে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে একীভূত শিক্ষা বিষয়ে সকলকে সচেতন করে তোলা, বিদ্যালয়ে উপবৃত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মেয়েদের অগ্রাধিকার প্রদানসহ কিশোরীদের শিক্ষালাভে সুযোগ প্রদান, মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সুধিমন্ডলী,

২০০১ সালে আমরা স্বাক্ষরতার হার ৬৫.৫ শতাংশ রেখে গিয়েছিলাম। যা চার দলীয় জোটের উন্মাসিকতা, অবহেলা, দুর্নীতি ও পরিকল্পনাহীনতায় ৪৭ ভাগে নেমে এসেছিল। আমরা তা পুনরায় শতকরা ৫৫ ভাগে উন্নীত করেছি।

ঘরে ঘরে গৃহকর্মীকে শিক্ষাদানে কর্তা-কর্ত্রীদের উদ্বুদ্ধকরণের কাজটি আমি সর্বদাই করে আসছি। আমি আশা করি, এ আহবানে আপনারা সকলেই সাড়া দিবেন। যার যার বাড়িতে ঘরগৃহস্থলির কাজে নিয়োজিত শিশু কিশোরদের শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের স্বাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন করতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কর্মীগণ ইতোমধ্যেই স্ব স্ব এলাকায় শিক্ষাদান কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন। আমি এজাতীয় উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

আমাদের সরকার প্রতিবন্ধি ও অটিজম আক্রান্ত শিশুদের বিশেষ ব্যবস্থায় শিক্ষা লাভের সুযোগ সম্প্রসারিত করেছে। প্রতিবন্ধীদের প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে। বিত্তবান ব্যক্তিরাও এলাকায় শিক্ষা বিস্তার ও ডে-মিল কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়ে সরকারকে আরও জোর পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করতে পারেন।

সকল ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীর জন্য স্ব স্ব ধর্মের শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা নিয়েছি। মূল বইয়ের পড়ার আগ্রহ বাড়াতে বাণিজ্যিক কোচিং, বাজারে নোট বই নিষিদ্ধ করেছি। পরীক্ষমুখি পাঠাভ্যাস নয় বরং বছরব্যাপি পড়াশুনায় উদ্বুদ্ধকরার মত শিক্ষাসূচী আমরা প্রণয়ন করেছি।

ঢাকার বাইরেও শিক্ষাব্যবস্থাকে মান সম্পন্ন, যুগোপযোগী এবং অভিভাবকের কাছে নির্ভরযোগ্য করে তুলতে আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। এ লক্ষ্যে মাঠ প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

প্রিয় শিক্ষকবৃন্দ,

শিশু শিক্ষাদানে নিয়োজিত শিক্ষকদের দায়িত্ব অপরিসীম। আমাদের শিক্ষার্থীদের  কাছ থেকে শিক্ষকদের রূঢ় আচরণ, চর্বিত চর্বণ করে পাঠ দান, শ্রেণীকক্ষে উদাসীনতা, প্রাইভেটে ছাত্র-ছাত্রী টানার চেষ্টার অভিযোগ পাওয়া নতুন কিছু নয়। এধরণের আচরণ পরিহার করে শিক্ষককেই কোমলমতি শিশুদের অনুকরণীয় আদর্শ হতে হবে। সকলকে সমান চোখে দেখা ও আত্ম সম্মানবোধ সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আশাবাদী মানুষ হিসেবে শিশুরা বেড়ে উঠতে পারবে।

আজকাল নীতিহীন শিক্ষক কিংবা স্কুল পরিচালনা পর্ষদ নিয়ে বিছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটছে। যাকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের সাফল্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করার সুযোগও কেউ কেউ নিচ্ছে। গত বছর ঢাকার স্বনামধন্য স্কুলের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে অমার্জনীয় অপরাধের অভিযোগ উঠলে সরকার দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে। শিক্ষার্থীকে শাস্তি প্রদান আমরা আইন করে নিষিদ্ধ করেছি।

স্কুল ম্যানেজিং কমিটির অনৈক্য ও ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নাজুক করে দেয়। সরকার শিক্ষাখাতকে অগ্রাধিকার দেয়ার পাশাপাশি এ সংক্রান্ত যে কোন অনিয়ম-অব্যবস্থাপনার বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্ক রয়েছে। কারও হঠকারীতায় যেন তিল তিল করে গড়ে ওঠা কোন প্রতিষ্ঠান ঝুঁকির মুখে না পড়ে তা খেয়াল রাখতে হবে।

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসুন, সবাই সম্মিলিতভাবে-দল, মত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে শতভাগ ভর্তি, ঝরে-পড়া রোধ, মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং দেশ হতে নিরক্ষরতাকে চিরতরে বিদায়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ হই। একুশ শতকের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সর্বাত্মক সচেষ্ট থাকি। আসুন সকলে মিলে দেশের উন্নয়নে কাজ করি। ক্ষুধা-দারিদ্র্য-নিরক্ষরতামুক্ত জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি।

ভাল ফলাফলকারী ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি খেলাধূলা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে বিজয়ীদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। শিক্ষাদানের মহান পেশায় সফলতার জন্য পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষকমন্ডলীকে জানাই আমার উষ্ণ শুভেচ্ছা।

সবাইকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ‘‘জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১২'  এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...